দৈনিক
জনকণ্ঠ

0 3 JUN 2007

বাংলাদেশে কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শিক্ষাদানের বেহাল অবস্থা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানে বর্তমান যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তাকে নৈরাজ্য বললে কম করে বলা হয়। পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে 'কমিউনিকেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং' (সিএলটি) পদ্ধতি প্রচলন করার ফলে। এ পদ্ধতিটি আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু বাংলাদেশে এর ধারণা সম্পূর্ণ নতুন ও ব্যতিক্রমী।

বাংলাদেশ সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে পাঁচ বছর মেয়াদী ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান উন্নতি প্রকল্প (ইএলটিআইটি) বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের অধীনে

'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড' ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব পাঠ্যপুস্তক বদলে দিয়েছে; কিন্তু নতুন পদ্ধতি চালু করার আগে সেগুলো পড়ানোর জন্য ইংরেজি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়নি। ফলে নতুন পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পড়ানোর মতো শিক্ষক খুবই কম এবং কোন কোন অঞ্চলে এ পদ্ধতি কী ও কেন খোদ শিক্ষক সমাজই ওয়াকিফহাল নয়। তবে এ পদ্ধতি পুরোপুরি প্রয়োগ করা গেলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি বলতে ও লিখতে পারবে নির্দ্বিধায়।

আমাদের দেশে প্রায় এক শ' বছরের পুরনো পদ্ধতিতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর চেষ্টা করা হতো। পুরনো পদ্ধতিতে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার পরও দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ভাষায় 'কমিউনিকেট' করতে পারে না। এমনকি এমএ পাস করার পরও ইংরেজিতে দু'চারটা কথা বলতে বা লিখতে এবং শুদ্ধ করে একটি দরখাস্তও লিখতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশেই এমনকি ইংরেজি বিমুখ জাতি ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া এবং চীনেও ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও কৌশল বদলে গেছে; কিন্তু এতদিন আমরা পুরনোটাই আঁকড়ে ছিলাম।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে ইংরেজি ভাষা শেখানোর মান্ধাতা আমলের রীতিনীতি বদলানোও জরুরী হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সরকার এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল; কিন্তু প্রকল্প চলাকালীন সময়ে আমরা পর্যাপ্তসংখ্যক ইংরেজি শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের জন্য তৈরি করতে পারেনি। এখন যারা ইংরেজি শেখান তারা নতুন পদ্ধতির অনেক কিছুই বোঝেন না এবং তারা তাদের এ ব্যর্থতা নিজেদের মাঝেই চেপে রেখেছেন। অধিকাংশ শিক্ষকই বাজারের গাইড বইয়ের সাহায্য নিয়ে ক্লাসে পড়াচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীদেরকেও তা অনুসরণ করতে বাধ্য করছেন। এতে কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখার যে গুরুত্ব তা ক্রমশ ম্লান হয়ে পড়ছে।

২০০২ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রকল্পের (ইএলটিআইপি) মেয়াদ শেষ হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের ১২ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা থাকলেও দেয়া হয়েছে মাত্র সাড়ে ৪ হাজার শিক্ষককে। দেশের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ৪৫ হাজার ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে কোন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি, তবে সরকারী কলেজের মাত্র ১২ জন শিক্ষককে 'নিবিড় প্রশিক্ষণ' দেয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের কোন কোন শিক্ষক ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে তিন দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অন্যদিকে শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় 'গাইডবুক' নেই। কর্তৃপক্ষ বলছে, পাঠ্যপুস্তকগুলো পড়ানোর জন্য অবশ্যই গাইডবুক (টিজি) অনুসরণ করে পড়াতে হবে; অন্যথায় ছাত্ররা সঠিকভাবে কিছুই শিখতে পারবে না। পাঠ্যপুস্তকগুলো শুধু শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়, ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্যও পুরোপুরি সহায়ক।

আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ইংরেজি বিষয়ের কম শিক্ষকই ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারেন। অনেকের জন্য শুদ্ধ করে ইংরেজি লেখাটাও দুঃসাধ্য। তারা শিক্ষার্থীদের শুধু মুখস্থ করাতে আগ্রহান্বিত করতে পারেন। ফলে উপযুক্ত ও যুগোপযুগী প্রশিক্ষণ ছাড়া 'কমিউনিকেটিভ' শিক্ষাদান তারা যে পারবেন না তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক হাইস্কুল আছে যেখানে ইংরেজি ভাষার কোন শিক্ষকই নেই। উদ্বেগের বিষয় এই যে, মফস্বলের শিক্ষার্থীরা নতুন প্রবর্তিত এ পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুই শিখতে পারছে না। ইংরেজি শিক্ষাদানের এ বেহাল অবস্থায় শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীকে সহজীকরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল; কিন্তু বিগত সরকার পাঁচ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা সত্ত্বেও তা করতে পারেনি। এ ব্যাপারে আর পেছন ফেরার উপায় নেই। মান্ধাতা আমলের শিক্ষা পদ্ধতিতে আবার ফিরে যাওয়াটা হবে পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ।

এদিকে ব্রিটিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (ডিএফআইডি) বলেছে, বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রকল্পে আর কোন অর্থায়ন করবে না। বাংলাদেশ সরকার কলেজ পর্যায়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করবে কী-না তা এখনও জানা যায়নি। প্রতি বছর বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দের দাবি করা হয় কিন্তু বাস্তবিক অর্থে শিক্ষক প্রশিক্ষণের এমন দশা বর্তমানে বিরাজমান। অতএব অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের ইংরেজি ভাষার শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে 'কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ টিচিং' (সিএলটি) নতুন পদ্ধতি চালু করার পথ সুগম করা উচিত। এ ব্যাপারে গড়িমসি করলে ইংরেজি শিক্ষাদানের বর্তমান বেহাল অবস্থা ঘোরতর হয়ে উঠবে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বোর্ডগুলোর অর্থায়নে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজি শিক্ষকদের জন্য ১৩ দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ ইতোমধ্যে শুরু করেছে যা যথেষ্ট নয়। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় এই যে, নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের চার বছর অতিক্রান্ত হলেও অদ্যাবধি কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেনি। ফলে কলেজগুলোতে চলছে এক রকম নৈরাজ্য ও শিক্ষাদানে অব্যবস্থাপনা। তাই প্রবর্তিত নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে অনতিবিলম্বে মানসম্মত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এ জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষক সমাজ মানসম্পন্ন উন্নয়নে এক সুদূরপ্রসারি ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ফখরুল ইসলাম
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কর্মকর্তা